Ramakrishna Vivekananda Mission

Model Answer for Special Test – 2020

Class – VII

Sub – Bengali

F.M. - 100

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দাও :-

ক) কল্পবিজ্ঞান
খ) ফিরোজ তুঘলক
গ) চন্দননগরে
ঘ) বনফুল
ঙ) ছেলেবেলা
চ) সাড়ে তিন টাকা
ছ) বায়রন
জ) কামিনী রায়
ঝ) ভারতবর্ষ
ঞ) রাতে
ট) সনেটধর্মী
ঠ) ধর্ম পাল
ড) বীজগনিত
ঢ) হীরুমাস্টার
ণ) ধবল বকের
ত) শ্রাবন্তীপুর
থ) ৭
দ) গোয়ালে
ধ)আলো ও ছায়া
ন) আলাউদ্দিন
প) খোকন
ফ) হিমালয়ের গিরিগুহায়
ব) নীরিক্ষাগার

উপপাঠ্যের প্রশ্ন

ক) ১-বছর
খ) ব্যাসদেব
গ) অজুনকে
ঘ) দুর্যোধনকে
ঙ) নরকবাস
চ) অর্জুন
ছ) পান্ড্রঞ্জন্য
জ) সাড়ে তিনকাটা
ঝ) নারকেল
ঞ) হরিণ
ট) ১৭ বছর
ঠ) মাকু
ড) ঘড়িওয়ালা
ঢ) বেহারি
ন) পোষ্ট অফিসে
ত) ঘাস জমিতে
থ) পিসেমশাই

২।নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :-

ক) 'পরমাদ' শব্দটি প্রমাদ মূল শব্দ থেকে এসেছে ।
খ) গনেশের সন্তান সংখ্যা তিন ছেলে এক মেয়ে ।
গ) খোকন স্কুলে ড্রইং শিখত ।
ঘ) 'স্মৃতি চিহ্ন' কবিতায় 'কাল'কে নদীর সঙ্গে তুলনা করেছে ।
ঙ) 'ব্যস্ত ঘড়ির কাঁটা' বৃষ্টি মুখর লাজুক গাঁয়ে থেমে গেছে ।
চ) রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের স্ত্রীকে দরখাস্ত লিখলেন ।
ছ) রবীন্দ্রনাথ ছোট বেলায় কানা পালোয়ান এর কাছে কুস্তি শিখতেন ।
জ) রূপো কাকার আসল নাম রূপো বাঙাল ।
ঝ) 'নগর লক্ষী' - কবিতাটির উৎস 'অবদান সাহিত্য' ।
ঞ) খই ধান এক শিশু ছড়াচ্ছে ।

৩। ব্যাকরণগত প্রশ্নগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর :-

ক) সন্ধি শব্দের অর্থ **মিলন** ।
খ) তৎসম শব্দের অর্থ হল **সংস্কৃতের সমান** ।
গ) এক পদ অন্য পদে রূপান্তরিত হলে তাকে **পদান্তর** বলা হয় ।
ঘ) এক শব্দের ধনাত্মক শব্দ কে বলা হয় **একক ধ্বনাত্মক শব্দ** ।
ঙ) সার্থক ও নিরর্থক শব্দ মিলে **অনুকার শব্দের** উদ্ভব ।
চ) কারক **ছয়** প্রকার ।
ছ) ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ হল **প্রত্যয়** ।
জ) **বিভক্তি** শব্দকে নাম পদে পরিনত করে ।
ঝ) যে শব্দ দিয়ে কাউকে সম্বোধন কা হয় তাকে **সম্বোধন** বলা হয় ।
ঞ) বাগধারা **বাক্যের** অংশ বিশেষ ।

৪। প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :-

i) অর্থ লেখ :

কোকনদ = লালপদ্ম
তল্লাশি = খোঁড়া

ii) গদ্য রূপ লেখ :-

দেহ = দাও
আছিল = ছিল

iii) বিপরীত শব্দ লেখ :-

প্রশস্ত = সংকীর্ন

শুষ্ক = ভিজে

iv) সন্ধি বিচ্ছেদ কর :-

পৃথগন্ন = পৃথক + অন্ন

দিগ্বিদিক = দিক্ + বিদিক

v) কারক বিভক্তি নির্নয় কর :-

ক) বল = করণ কারকে শূন্য বিভক্তি

খ) অঙ্কে = অধিকরণে 'এ' বিভক্তি

vi) প্রত্যয় নির্নয় কর :-

দ্রষ্টব্য = দৃশ + তব্য

তবলচি = তবল + চি

vii) এক কথায় প্রকাশ কর :-

ক) যে কষ্ট সহ্য করতে পারে = কষ্ট সহিষ্ণু

খ) হত্যার ইচ্ছা = জিঘাংসা

viii) অর্থ সহ বাক্য লেখ :-

আইঢাই (খুব বেশী খাওয়া) = বেশী খেয়ে শরীরটা আইঢাই করছে ।

নয়ছয় (নষ্ট করা) = রামবাবু বাবার সম্পত্তি নয়ছয় করছে ।

ix) কোনটি কোন জাতীয় শব্দ :-

ঢেউ = দেশী শব্দ

পেন্নাম = অর্ধ তৎসম শব্দ

x) বিভক্তি এবং অনুসর্গের পার্থক্য লেখ :-

ক) বিভক্তি শব্দের পরে বসে ।

অনুসর্গ সবসময় শব্দের পরে বসলেও কখনও কখনও শব্দের আগেও বসে ।

খ) বিভক্তির অর্থ নেই ।

অনুসর্গের অর্থ আছে ।

গ) বিভক্তি শব্দের সঙ্গে জুড়ে বসে ।

কিন্তু অনুসর্গ শব্দ থেকে খানিকটা স্পর্শ বাঁচিয়ে বসে ।

৫। ক) ‘নগর লক্ষী‘ কবিতায় ‘নগর লক্ষী‘ বলা হয়েছে ভিক্ষুনী সুপ্রিয়াকে ।

নগরলক্ষী বলার কারণ শ্রাবন্তীপুর নগরে একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল । ভগবান বুদ্ধ দুর্ভিক্ষ দূর করার জন্য সভা আহ্বান করলেন । সভায় জমিদার, সামন্ত, আরও অনেক ধনী এবং মান্যগন্য ব্যক্তিবর্গ ছিলেন । সভার বিষয়বস্তু ছিল কিভাবে দুর্ভিক্ষ দূর করা যায় । কিন্তু যে সব ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই বুদ্ধদেবকে জানালেন তাঁরা এই বিরাট নগরের মানুষদের অন্ন তুলে দেবার দায়িত্ব নিতে পারবেন না । দায়িত্ব নিতে না পারার জন্য নানা কারণ দেখালেন । বুদ্ধদেব এসব শুনে নির্বাক হয়ে গেলেন । তখন অনাথ শিশুদের কন্যা ভিক্ষুনী সুপ্রিয়া বুদ্ধদেবকে জানালেন যে এই দায়িত্ব নেবে । সবাই অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে তার কিছু নেই । সে ভিক্ষু কন্যা । কিভাবে গুরু দায়িত্ব বহন করবে । সুপ্রিয়া নত মস্তকে জানালেন ভিক্ষা পত্র নিয়ে ঘুরে ঘুরে যা সংগ্রহ হবে, তা দিয়ে নগর বাসীর ক্ষুধা মেটাবেন ।

খ) ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী‘র লেখক হলেন কমলা দাশগুপ্ত ।

দরখাস্তের বিষয় বস্তু ছিল বাগবাজারে রামকৃষ্ণ পপরমহংসের স্ত্রীর কাছে রেখে দিলে তিনি খাওয়া দাওয়া করবেন । নতুবা তিনি অনশন করবেন ।

দরখাস্তের পরিনতি হল আই বি পুলিশের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট গোন্ডি সেই দরখাস্ত নিয়ে ছিঁড়ে দলা পাকিয়ে টুপরিতে ফেলে দিলেন । আহত ক্ষিপ্ত বাঘের মত ননীবালাদেবী লাফিয়ে উঠে গোন্ডির মুখে এক চড় বসিয়ে দিলেন ।

৬। ওঁ

ব্যারাকপুর
১৬/০৯/২০

পূজনীয় বাবা,

আশা করি তুমি ভালো আছো । আমিও খুব ভালো আছি । তুমি গত চিঠিতে জানতে চেয়েছো আমার জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে । আমি এই চিঠিতে তোমাকে জানাচ্ছি ।

মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য থাকবেই । লক্ষ্যহীন জীবন সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে না । চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে আমার ইচ্ছা আমি একজন সত্যিকারের মানুষ হতে চাই । ‘মানুষ‘ শব্দের অর্থ যার মান এবং হুঁশ আছে । আমি মানুষ হয়ে দলিত নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই । আমি এই মিশনে পড়াশুনা করি । আমি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদামা র অনেক বই পড়েছি । তাদের ভাবাদর্শের পথ ধরে চলার চেষ্টা করি । আমি মনে করি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের

বাস । মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরের সেবা । রামকৃষ্ণ, সারদামা এঁরা তো সেরকম ভাবে পড়াশুনা করেননি । কিন্তু এদের বানী আমার আগামী দিনের চলার পথের প্রেরনা । আমি এনাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যেন সৎ মানুষ হয়ে সমাজ কল্যান করতে পারি । এটাই আমার লক্ষ্য । তুমি ও মা আমার প্রনাম নেবে । ভাই বোনকে ভালোবাসা দেবে ।

ইতি
সুমিত

ঠিকানা
সুমিত নাথ
লাট বাগান
ব্যারাকপুর
উ: ২৪ পরগনা

৭। ক) দেশ ভ্রমনের আনন্দ ও শিক্ষা :

ভূমিকা : মানুষ সুদূরের পিয়াসী । দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার, লঙ্ঘন করে হয়েছে পরিতৃপ্তি । ঘর ছেড়ে মানুষ পথকে করেছে ঘর । মানুশ প্রকৃতির হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পারেনি । কৌতূহলী মন মানুষ বারবার ঘর থেকে পথের আকর্ষনে বেড়িয়ে পড়েছে ।

ভ্রমনের অসুবিধা সত্বেও দেশভ্রমন : প্রচীন যুগে যানবাহনের সুযোগ সুবিধা ছিল না । তা সত্বেও মানুষের বেড়ানোর ইচ্ছাকে দমন করতে পারেনি । সুদূর অতীতে ভারতকে জানবার জন্য মেগাস্থিনিস, ফাহিয়েন, হিউয়েনসাঙ এসেছিলেন বহু কষ্ট করে । আফ্রিকার দুর্ভেদ্য অরন্য প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করেছিলেন লিভিংস্টোন ।

দেশভ্রমনের সুযোগ সুবিধা : বিজ্ঞান আমাদের দূরকে করেছে নিকট । জলে স্থলে আকাশে আজ তার অবাধ গতিবিধি । চাঁদের বুকেও মানুষ রেখেছে তার পদচিহ্ন । যন্ত্র বিজ্ঞানের কৃপায় দেশভ্রমন হয়েছে অনেকটা নিরাপদ ও আরামপ্রদ ।

দেশভ্রমনের উপযোগিতা : দেশভ্রমন কেবল আমাদের পাহাড়, সমুদ্র, মন্দির, মসজিদ দেখা যায় । ঐ অন্ঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সভ্যতা। সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ।

দেশভ্রমন শিক্ষার অঙ্গ : বই পড়ে আমরা যা না জ্ঞান অর্জন করি, দেশভ্রমনে আরো অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করি । ভূগোল এবং ইতিহাস পড়ে আমরা সব কিছু জানতে পারি না, কিন্তু নিজে চোখে যদি জায়গাগুলি দেখি সেগুলি আমাদের উপলব্ধি করা সহজ হয় ।

শিক্ষার্থীদের দেশভ্রমন অপরিহার্য । দেশভ্রমনের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় ঘটে । সাহস ও আত্মবিশ্বাস বাড়ে । মানুষ পায় মুক্তির আস্বাদ ।

উপসংহার : আমাদের দেশ প্রাচীন সভ্য দেশ । ভ্রমন ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীর বছরে একবার করে ভ্রমনে নিয়ে যাবার জন্য উদ্যোগী হতে হবে ।

খ) বাংলার উৎসব :

ভূমিকা : বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বন । বাঙালী উৎসব প্রিয় জাতি । উৎসব হল মিলনের জায়গা । যুগে যুগে বাঙালীরা কোনো না কোনো উৎসবে মেতে থাকে ।
উৎসব : আমাদের বাংলায় বিভিন্ন উৎসব আছে । উৎসব গুলিকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা হয় । ধর্মীয় উৎসব, জাতীয় উৎসব, সামাজিক উৎসব ।

উৎসবের বিবরণ : বছরে প্রথম মাস থেকেই শুরু হয় উৎসব । বৈশাখ মাসে হয় নববর্ষের উৎসব । নতুন খাতা হয় । আমরা নতূন জামাকাপড় পরিধান করে দোকানে দোকানে গিয়ে হালখাতা করি । জৈষ্ঠ্য মাসে হয় জামাইষষ্ঠী । জামাইকে বাড়ীতে এনে তাকে ভালো করে আপ্যায়ন করা হয় । আষাঢ় মাসে হয় রথযাত্রা । ধর্মবর্ন নির্বিশেষে মানুষ রথের রশি ধরে রথ টানে । জায়গায় জায়গায় বড় বড় মেলা হয় । এই দিনে দেবী দুর্গার গায়ে মাটি দেওয়া হয় । শ্রাবন মাসে হয় ঝুলন পূর্নিমা । বাড়িতে বাড়িতে ঝুলন উৎসব পালিত হয় রাধা কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে । ভাদ্র মাসে হয় বিশ্বকর্মা পূজা । দুর্গা পূজার আগে এই পূজা হয় । এই সময় থেকে দেবী দুর্গার পদধ্বনি শোনা যায় । এর কিছুদিন পরেই হয় মহালয়া । মানুষ পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পন করে । তারপর আসে বিশ্বজননী দেবী দুর্গা । বাঙালীর প্রধান উৎসব চারিদিকে মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে । শরৎ এর ঝকঝকে ঈল আকাশ, চারিদিকে সাদা কাশফুল, কচি ধানের ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় । শরৎ এর ভোরে শিউলির গন্ধ মানুষকে মাতোয়ারা করে তোলে । হেমন্ত ঋতুতে বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে দেখা যায় সোনালী ধান । পৌষে এই নতুন ধান ওঠে বাঘলার ঘরে ঘরে হয় নবান্ন উৎসব । পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে পুলির উৎসব হয় । মাঘ মাসে হয় ছাত্রছাত্রীর সরস্বতী পূজা । ছাত্রছাত্রীরা অনন্ত পরিশ্রম করে এই ঠাকুরের আরাধনা করে । ফাল্গুনে হয় দোল উৎসব । ধর্মবর্ন নির্বিশেষে সবাই রঙের উৎসবে মেতে ওঠে । বছরের শষ মাস চৈত্র মাস । এই মাসে বাসন্তী পূজা হয় । গ্রামে গন্জে গাজন উৎসব হয় ।

এছাড়া কিছু জাতীয় উৎসব আছে ২৫ শে বৈশাখ, ২৩ শে জানুয়ারী, ২৬ শে জানুয়ারী, ১৫ই আগষ্ট ।

সামাজিক অনুষ্ঠান বিবাহ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ।

<u>উপসংহার :</u> উৎসব হল মিলনের জায়গা । মানুষে মানুষে একত্রিত হয় । সব বৈষম্য, দ্বেষ দূর হয়ে যায় । এই উৎসবের মেজাজ সারা বছর বাঙালী উপভোগ করে ।

———— ঃ ————